অন্তঃশুল্ক (স্পিরিট) আইন, ১৮৬৩

(১৮৬৩-র ১৬)

কেবল শিল্পোদ্যমসমূহে ও নির্মাণসমূহে অথবা রসায়নে ব্যবহৃত স্পিরিট-সমূহের উপর প্রদেয় অন্তঃশুল্ক উদ্‌গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

[১০ই মার্চ, ১৮৬৩]

প্রস্তাবনা।

যেহেতু কেবল শিল্পোদ্যমসমূহে ও নির্মাণসমূহে অথবা রসায়নে ব্যবহৃত স্পিরিটসমূহের উপর প্রদেয় অন্তঃশুল্ক উদ্‌গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা সংগত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইলঃ—

পাতনাগার হইতে ঐরূপ স্পিরিট স্থানান্তরিত করিতে প্রদেয় শুল্ক।

১। কেবল শিল্পোদ্যমসমূহে ও নির্মাণসমূহে অথবা রসায়নে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত স্পিরিট, ঐ স্পিরিটের মূল্যের পাঁচ শতাংশের অনধিক শুল্ক প্রদানান্তর, কোন রাজ্যের যেকোন অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত পাতনাগার হইতে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারেঃ

অনুবিধি।

তবে, কোন স্পিরিট ঐরূপে স্থানান্তরিত হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহাকে কার্যকরভাবে ও স্থায়ীভাবে মানুষের ভোগের অনুপযুক্ত করা হয়।

যে স্পিরিট স্থানান্তরিত হইবে তাহা মানুষের ভোগের অনুপযুক্ত করা হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি, বিনিশ্চিত করিবার জন্য নিয়মাবলী।

২। প্রত্যেক রাজ্যে রাজস্ব পর্ষদ, বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তৎপক্ষে বিশেষভাবে প্রাধিকৃত অন্য প্রাধিকারী, সময়ে সময়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, নিয়মাবলী বিহিত করিবেন—

পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য যে স্পিরিটসমূহের স্থানান্তরণ প্রস্তাবিত হয় তৎসমূহ, এই আইনের ১ ধারার অনুজ্ঞামত কার্যকরভাবে ও স্থায়ীভাবে মানুষের ভোগের অনুপযুক্ত করা হইয়াছে কি না তাহা বিনিশ্চিত ও নির্ধারিত করিবার জন্য ;

আবশ্যক হইলে, যে ব্যক্তি ঐ স্পিরিটসমূহ স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার ব্যয়ে, ঐরূপ পর্ষদ বা প্রাধিকারীর নিজ আধিকারিকগণ কর্তৃক ঐ স্পিরিটসমূহ ঐরূপ করাইয়া লইবার জন্য ; এবং

যে স্পিরিট-এর উপর মূল্যানুপাতী শুল্ক উদ্‌গৃহীত হইবে তাহার মূল্য স্থির করিবার জন্য।

ঐরূপ নিয়মাবলী ভঙ্গের জন্য দণ্ড।

৩। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এই আইনের শেষ পূর্ববর্তী ধারা অনুযায়ী রাজস্ব পর্ষদ বা পূর্বোক্তরূপ অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক বিহিত কোন নিয়ম ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন, তিনি, ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন আধিকারিকের নিকট তাঁহার দোষসিদ্ধি হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদন্ডে দন্ডার্হ হইবেন।

এই আই অনযায়ী স্থানান্তারত।স্পিরিট-সমূহ মানুষের ভোগের উপযুক্ত করিতে প্রচেষ্টা করিবার জন্য দণ্ড।

৪। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এই আইনের বিধান অনুযায়ী পাতনাগার হইতে স্থানান্তরিত স্পিরিটসমূহ মানুষের ভোগের উপযুক্ত করিবার প্রচেষ্টা করেন বা প্রচেষ্টায় মৌনসম্মতি দেন, তিনি এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদন্ডে দন্ডার্হ হইবেন ;

এবং যে স্পিরিটের উপর ঐরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে অথবা যে স্পিরিট মানুষের ভোগের উপযুক্ত করা থাকিতে পারে তাহার দখলিকার, ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন আধিকারিকের নিকট তাঁহার দোষসিদ্ধি হইলে, পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদন্ডে দন্ডার্হ হইবেন।

অর্থ দণ্ড কিভাবে উদগৃহীত হইবে।

৫। শেষ পূর্ববর্তী ধারাদ্বয়ের যেকোনটি অনুযায়ী আরোপিত কোন অর্থদণ্ড, অপ্রদত্ত থাকিলে, যে আধিকারিক কর্তৃক ঐরূপ অর্থদণ্ড আরোপিত হইয়াছিল তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত ওয়ারেন্টের বলে অপরাধীর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উদ্‌গৃহীত হইতে পারিবে।

অর্থদণ্ড অপ্রদত্ত থাকিলে, ক্রোকী ওয়ারেন্টের রিটার্ন সাপেক্ষে অপরাধীকে নিরুদ্ধ রাখা যাইতে পারে।

৬। যদি ঐরূপ অর্থদণ্ড অবিলম্বে প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐরূপ ক্রোকী ওয়ারেন্টের উপর রিটার্ন সুবিধাজনকভাবে প্রদান করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অপরাধীকে ধৃত করিয়া নিরাপদ অভিরক্ষায় নিরুদ্ধ রাখিতে ঐরূপ যেকোন আধিকারিক আদেশ দিতে পারেন, যদি না ঐ অপরাধী ঐ ক্রোকী ওয়ারেন্টের রিটার্নের জন্য যে স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হইবে সেই স্থানে ও সময়ে তাঁহার উপস্থিতির জন্য ঐরূপ আধিকারিকের সন্তুষ্টিমত প্রতিভূতি প্রদান করেন।

ক্রোক দ্বারা অর্থদণ্ড আদায়ে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অপরাধীর কারাবাস।

৭। যদি ঐরূপ ওয়ারেন্টের রিটার্ন পাওয়া গেলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ যথেষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে না যাহা হইতে ঐ অর্থদণ্ড উদ্‌গৃহীত হইতে পারে, এবং যদি ঐ অর্থদণ্ড অবিলম্বে প্রদত্ত না হয়, অথবা

যদি ঐ অপরাধীর স্বীকারোক্তি হইতে অথবা অন্যথা ঐরূপ আধিকারিকের নিকট সন্তোষজনকভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার এরূপ যথেষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি নাই যাহা হইতে, ক্রোকী ওয়ারেন্ট বাহির করিলেও, ঐ অর্থদণ্ড উদ্‌গৃহীত হইতে পারে,

তাহা হইলে, ঐরূপ যেকোন আধিকারিক তাঁহার স্বাক্ষরিত ওয়ারেন্ট দ্বারা, ঐ অপরাধীকে, ঐ আধিকারিকের স্ববিবেচনা অনুসারে, অর্থদণ্ডের পরিমাণ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে দুই পঞ্জী মাসের অনধিক যেকোন মেয়াদের জন্য, এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ এক শত টাকার অধিক না হইলে চার পঞ্জী মাসের অনধিক যেকোন মেয়াদের জন্য, এবং অন্য যেকোন ক্ষেত্রে ছয় পঞ্জী মাসের অনধিক যেকোন মেয়াদের জন্য, ঐ অপরাধীকে দেওয়ানী জেলে তথায় কারারুদ্ধ থাকিবার জন্য প্রেরণ করিবেন, যে কারাবাস পূর্বোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐ অর্থ প্রদত্ত হইলে পর্যবসেয় হইবে।

৮। [১৮৫২-র ৩ নং আইনের ১১ ধারার অপমিশ্রণ সম্পর্কিত বিধান-সমূহ এই আইন অনুযায়ী যে স্পিরিটসমূহ ভোগের অনুপযুক্ত করা হইয়াছে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইবে না।] নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৮৯১ (১৮৯১-এর ১২), ২ ধারা ও তফসিল ১, ভাগ ১ দ্বারা নিরসিত।

৩ বা ৪ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধির ক্ষেত্রে অধিহরণ।

৯। এই আইনের ৩ ধারা বা ৪ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধির প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট মদ বা স্পিরিট যে পিপা বা পাত্রে থাকে তৎসহ, এবং ঐ মদ বা স্পিরিট বহন করিতে নিযুক্ত শকট, নৌকা এবং পশু বা পশুসমূহ অধিহরণের যোগ্য হইবে।